তারিখ 12 OCT 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

যুগান্তর

# বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ কেমন সিদ্ধান্ত!

ওয়ালীউল্লাহ মিঠু

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই এক অজানা গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী। দেশের নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে কোনো একটিতে ভর্তির জন্য শুরু হয় প্রাণান্তকর চেষ্টা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসনের তুলনায় প্রতি বছর অনেক বেশি শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজেই এবার যারা ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন,



তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন সময়। একটি আসনের জন্য অন্তত শ'খানেক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এত কঠিন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বোধকরি কেবল ভর্তি পরীক্ষার সময়ই পড়তে হয়।

দেশের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবারও তাদের ইচ্ছেমতো ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে এবং সে অনুযায়ী পরীক্ষাও নেয়া শুরু করেছে। এর মধ্যে প্রথম সারির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে অন্যটায় পরীক্ষা দেয়ার আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে। এমনও দেখা যাচ্ছে, একই তারিখে দুই বা ততোধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। যেমন— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হবে নভেম্বরের ১৯ থেকে ২৭ তারিখ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নভেম্বরের ১৯ থেকে ২৪ তারিখ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ নভেম্বর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নভেম্বরের ২৪ থেকে ২৮ তারিখ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ ও ১৯ নভেম্বর, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ নভেম্বর এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ নভেম্বর। এখানে দেখা যাচ্ছে, ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ একই বা কাছাকাছি সময়ে।

আবার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অক্টোবরের ২৩ থেকে ৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্টোবরের ২৩ থেকে ২৭ তারিখ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' এবং 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা যথাক্রমে অক্টোবরের ২১ ও ২৮ তারিখ, রুয়েট ২৬ অক্টোবর, বুয়েট ২২ অক্টোবর, কুয়েট ২৮ অক্টোবর। এখানেও ৬টি নামকরা প্রথম সারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অন্যদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নভেম্বরের ৩ থেকে ৫ তারিখ, চুয়েট ৫ নভেম্বর এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ থেকে ৭ নভেম্বর। এখানে নামকরা ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান নেই। এর ফলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিতে হবে। এক জায়গায় পরীক্ষা দিয়েই দৌড় শুরু করলে হয়তো অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'একটি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে! নাকে-চুবানি অবস্থা আর কাকে বলে! এক বিশ্ববিদ্যালয় ধরতে গেলে অন্যটা ছাড়তে হবে, কিংবা ফরম তুললেও পরে পরীক্ষা মিস হতে পারে— এ শংকা থেকে ফরম তোলা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে হাজার হাজার ভর্তি পরীক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ রকম হঠকারী ও অবিবেচক সিদ্ধান্ত জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? নিশ্চিতভাবেই এমন অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী চরম বিপাকে পড়বে। অনেকের ভালো প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্নভঙ্গ হওয়াও অস্বাভাবিক।

প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি বা প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বসে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংবাদপত্র মারফত জেনেছি, এ বছরও তারা বসেছিলেন। সেখানে কী নিয়ে আলোচনা হয়? আলোচনার মাধ্যমে খুব সহজেই এ জটিলতার সমাধান করা যেতে পারে। যত দূর জানি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেশ আগেই সুপারিশ করেছিল, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা একসঙ্গে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় গ্রহণের জন্য। কিন্তু সেই যৌক্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত স্বায়ত্তশাসনের নামে থোড়াইকেয়ার করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার-পরিজনের প্রত্যাশা থাকে, দেশের যে কোনো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পাওয়া। ভর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে কী— যাবে না, এ ভাবনায় তাদের মধ্যে কাজ করে রাজ্যের অস্থিরতা। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একগুঁয়েমি অসংখ্য পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বিপাকে ফেলছে, যার অবসান হওয়া জরুরি।

*স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
mithuju40@gmail.com